

## দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

ইসলামের মৌলিক ফরজ সমূহের মধ্যে একটি হলো দাওয়াত। এর অগণিত ফজিলত রয়েছে। অনেক উলামায়ে কেরাম দাওয়াতকে ইসলামের ৬ষ্ঠ নম্বর রুকন বলেছেন। ইমাম গাজালী রহ. তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘ইহয়াউ উলুমুদ্দীন’ এ লিখেছেন: আশ্বিয়া আ. কে দুনিয়াতে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো দাওয়াত। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আদায়ে যদি উদাসিনতা বৃদ্ধি পায় তাহলে এই ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। নবুওয়াত ও রেসালাতের উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যাবে। অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা ব্যাপক হয়ে যাবে। দুনিয়া ফেৎনা-ফাসাদে ছয়লাভ হয়ে যাবে। আর মানুষ ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়ে যাবে।

### ১. আল্লাহ তায়ালা নিজেই দায়ী:

দাওয়াতের ফজিলত এবং তার মর্যাদা এই কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, এই কাজ আল্লাহ তায়ালা নিজেই করছেন। আল্লাহ তায়ালা নিজে তার বান্দাদেরকে জান্নাতের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। কেমন জানি দাওয়াতী কাজ করা সরাসরি আল্লাহরই কাজ আদায় করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহবান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন। সূরা ইউনুস, আয়াত নং-২৫

### ২. দাওয়াত আশ্বিয়াদের মিশন:

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম মিশন হলো দাওয়াত। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত আগতস সকল মানুষের রাসূল। তাঁর বার্তা, তাঁর দাওয়াত প্রত্যেক মানুষের জন্য সকল মানুষের কাছে নবীজীর দাওয়াত পৌঁছানো অসম্ভব। তাই নবীজীর এই মিশন পূর্ণতার জন্য এই কাজের দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর কাছে অর্পণ করা হয়েছে। যেই দাওয়াতী কাজ করছে সে নবীজীর মিশন পূর্ণ করছে। এটা কত বড় সম্মানের বিষয় যে, একজন ব্যক্তি নবীজীর মিশন বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করছে এবং নিজেকে তাদের তালিকায় রেখেছে যারা এই মিশন বাস্তবায়ন করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

বলে দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। সূরা ইউসুফ, আয়াত নং-১০৮

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি দোষখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। সূরা বাকারা, আয়াত নং-১১৯

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। সূরা সাবা, আয়াত নং-২৮

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا  
হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। সূরা আহযাব, আয়াত নং-৪৫, ৪৬

### ৩. দাওয়াত সকল নবীগণের মিশন:

দাওয়াত শুধু ইমামুল আশ্বিয়ার মিশন নয় বরং সকল নবীগণের মিশন। খতমে নবুওয়াতের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নবীগণের মিশনকে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুসলিমার উপর অর্পণ করেছেন। অর্থাৎ উম্মতে মুসলিমাহ থেকে চাওয়া হলো আশ্বিয়াগণের আমল। যা উম্মতে মুসলিমাহর জন্য মহা সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে। সূরা নাহল, আয়াত নং-৩৬

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। সূরা ফাতির, আয়াত নং-২৪

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا  
সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ। সূরা নিসা, আয়াত নং-১৬৫

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  
আমি পয়গম্বরদেরকে প্রেরণ করি না, কিন্তু সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে অতঃপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধিত হয়, তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। সূরা আনআম, আয়াত নং-৪৮

### ৪. দাওয়াত সাহাবাগণের মিশন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরে এই দাওয়াতের দায়িত্ব সাহাবাগণকে দান করেছেন। তিনি বলেন-

الا فليبلغ الشاهد الغائب

অর্থাৎ উপস্থিতরা যেনো অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য যে, সাহাবাগণ তারা তাদের সাধ্য ও সামর্থ্যের গন্ডি পেরিয়ে পুরো দুনিয়ায় আল্লাহর এই দ্বীনের দাওয়াতকে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। তাদেরই প্রচেষ্টার ফল হলো, আজ আমরা মুসলমান। তাই এখন আমাদেরও দায়িত্ব হলো, আমরা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রতিটা মানুষের কাছে পৌঁছাবো। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী। সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১১০

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী। সূরা তাওবা, আয়াত নং-৭১

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোষার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে। সূরা তাওবা, আয়াত নং-১১২

#### ৫. দাওয়াত মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পূর্ণতা:

আল্লাহ তায়ালা মানুষ থেকে পরীক্ষা নিতে চান। তাঁর হেকমত হলো তিনি মানুষকে স্বাধীনতা দান করেছেন। আকল বুদ্ধি দান করেছেন।

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

বস্তুতঃ আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। সূরা বালাদ, আয়াত নং-১০

ভালো মন্দ দুটি পথ রেখেছেন। এক দিকে শয়তান সে মানুষকে মন্দ কাজের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অন্য দিকে সৎ কাজের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য নবীগণকে পাঠিয়েছেন। খতমে নবুওয়াতের পর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলিম জাতির উপর। তাই দাওয়াতী কাজ করা আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দেয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا  
সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি  
অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল,  
প্রাজ্ঞ। সূরা নিসা, আয়াত নং-১৬৫

#### ৬. দাওয়াত হলো উত্তম জাতি হওয়ার শর্ত:

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতিকে উত্তম জাতি উপাধি দিয়ে সম্বাসিত করেছেন। বিশ্বজাতি সমূহের  
সামনে তার অবস্থান হলো নেতৃত্বের। কিন্তু এই নেতৃত্বের জন্য রয়েছে দুটি শর্ত। একটি হলো  
ঈমান। আর দ্বিতীয়টা হলো দাওয়াত। তায়ালা বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ آمَنَ  
أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।  
তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান  
আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো।  
তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী। সূরা আলে ইমরান,  
আয়াত নং-১১০

#### ৭. মধ্যম জাতি হওয়ার তাকাজা হলো দাওয়াত:

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতিকে উত্তম জাতি হওয়ার সাথে সাথে মধ্যম জাতি হওয়ার সম্মান দান  
করেছেন। মধ্যম জাতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাঝামাঝি, নিরপেক্ষ এবং সবচেয়ে উত্তম জাতি। আল্লাহ  
তায়ালা বলেন-

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও  
মানবমন্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। সূরা বাকারা, আয়াত নং-  
১৪৩

#### ৮. দাওয়াত সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর আমল:

দ্বীনের দায়ীদের জন্য কত বড় সম্মানের বিষয় যে, তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সার্টিফিকেট  
দেয়া হচ্ছে যে, দাওয়াত থেকে অধিক সুন্দর ও ভালো কাজ আর কোনোটা না। আল্লাহ তায়ালা  
বলেন-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা  
অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? সূরা হা-মীম সেজদা, আয়াত নং-৩৩

#### ৯. নবীজীর আনুগত্যের চাহিদা হলো দাওয়াত:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে মিশন হলো দাওয়াত। যারা নবীজীর আনুগত্য করবে তাদেরও মিশন হওয়া উচিত দাওয়াত। এটাই হলো নবীজীর আনুগত্যের চাওয়া। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন-

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  
বলে দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। সূরা ইউসুফ, আয়াত নং-১০৮

#### ১০. আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার প্রথম শর্ত হলো দাওয়াত:

সূরা মুহাম্মদের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তায়ালা সাহায্যের জন্য শর্ত হলো ঈমানদারগণ আল্লাহর অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করবে। আন্তর্জাতিক ভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে মুসলমানদের সাহায্য না পাওয়ার একমাত্র কারণ হলো, দাওয়াতকে পরিত্যাগ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ  
হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। সূরা মুহাম্মদ, আয়াত নং-৭

এখানে আল্লাহকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের সাহায্য করা।

#### ১১. দাওয়াতের উপর মহা প্রতিদানের ওয়াদা:

দাওয়াতের বিনিময়ে দায়ীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে মহা প্রতিদানের ওয়াদা। অর্থাৎ দাওয়াত হলো এক মহান কাজ। যা আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দ। যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا  
তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে একাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট ছওয়াব দান করব। সূরা নিসা, আয়াত নং-১১৪

১২. দাওয়াতের মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা:

নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সফলতা নিহিত রেখেছেন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আদায়ের মধ্যে। যে ব্যক্তি ঈমান ও নেক আমলের সাথে দাওয়াতী কাজ করবে সেই সফল হবে। আর যে এই দায়িত্ব আদায় করবে না, ইয়াহুদীদের অনুসরণ করবে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ



আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম। আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে-তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১০৪, ১০৫

১৩. দুনিয়া-আখিরাতের ক্ষতি থেকে মুক্তির জন্য শর্ত হলো দাওয়াত:

দুনিয়া-আখিরাতের ক্ষতি থেকে বাঁচার শর্তসমূহের মধ্যে একটি হলো দাওয়াত। যা আল্লাহ তায়ালা সূরা আসরে সময়ের কসম করে বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَالْعَصْرُ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا  
بِالصَّبْرِ

কসম যুগের (সময়ের), নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের। সূরা আছর, আয়াত নং-১-

৩

১৪. সত্যের স্বাক্ষী হলো দাওয়াত:

দাওয়াত হলো সত্যের স্বাক্ষী। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতিকে নির্বাচিত করেছেন। তাদের দায়িত্ব হলো নবীজী যেভাবে দাওয়াতের স্বাক্ষী হওয়ার হুক আদায় করেছেন, তেমনি ভাবে মুসলিম জাতিকেও বিশ্বের সকল জাতির কাছে ইসলামের সত্যতার স্বাক্ষী পেশ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مَلَّةً أَبِيكُمْ إِبرَاهِيمَ ۚ  
هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ  
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ النَّصِيرُ

তোমরা আল্লাহর জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলির জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। সূরা হজ্জ, আয়াত নং-৭৮

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্যে। সূরা বাকারা, আয়াত নং-১৪৩

### ১৫. দাওয়াত হলো বড় জিহাদ:

নিম্নোক্ত আয়াতে দাওয়াতকে বড় জিহাদ হিসেবে পেশ করা হয়েছে অর্থাৎ দাওয়াতের কাজ হলো বড় জিহাদ। কুরআন-সুনাহয় তার অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করতে পারতাম। অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন। সূরা ফুরকান, আয়াত নং-৫১

### ১৬. আল্লাহর রহমত অর্জনের মাধ্যম হলো দাওয়াত:

আল্লাহর রহমত ঐ সকল লোকের উপর বর্ষিত হয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের নামাজ রোজার সাথে সাথে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ আদায় করে। বরং নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দাওয়াতকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের নামাজ থেকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, দাওয়াত হলো মুমিনের জন্য মুসলিম জাতি হিসেবে প্রথম দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী। সূরা তাওবা, আয়াত নং-৭১

### ১৭. লাল উট থেকেও উত্তম:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খেয়ে বলেছেন, কারো হেদায়াত পাওয়া দায়ীর জন্য লাল উট থেকেও উত্তম। সে যোগে সব চেয়ে দামী বস্তু ছিলো উট। তিনি বলেন-

৪২১০

فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

সাহল ইব্নু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি বর্তমান অবস্থায়ই তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে হাজির হও, এরপর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করো, আল্লাহর অধিকার প্রদানে তাদের প্রতি যে দায়িত্ব বর্তায় সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত কর। কারণ আল্লাহর কসম! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হিদায়াত

দেন তাহলে তা তোমার জন্য লাল রঙের (মূল্যবান) উটের মালিক হওয়ার চেয়ে উত্তম। সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪২১০

### ১৮. দাওয়াত ঈমানের একটি অংশ:

নিম্নোক্ত বর্ণনা ইমাম মুসলিম রহ. কিতাবুল ঈমানের অধিনে নিয়ে এসেছেন। অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন-

باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان و أن الإيمان يزيد و ينقص و أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب

অর্থাৎ অসৎ কাজ থেকে বাঁধা দেওয়া ঈমানের অংশ। আর ঈমানের মধ্যে কম-বেশি হয়। সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ উভয়টি ওয়াজিব।

باب بيان كون النهي عن المنكر، من الإيمان و أن الإيمان يزيد و ينقص و أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ قَبِيصِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . فَقَالَ قَدْ تَرَكَ مَا هُنَالِكَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ " .

আবু বকর ইবনু আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনু মুসান্না (রহঃ) ... তারিক ইবনু শিহাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঈদের সালাতের পূর্বে মারওয়ান ইবনু হাকাম সর্বপ্রথম খুতবা প্রদান আরম্ভ করেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, খুতবার আগে হবে সালাত (নামায/নামাজ)। মারওয়ান বললেন, এ নিয়ম রহিত করা হয়েছে। এতে আবু সাঈদ (রাঃ) বললেন, 'এ ব্যক্তি তো কর্তব্য পালন করেছে'। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৮৩

باب بيان كون النهي عن المنكر، من الإيمان و أن الإيمان يزيد و ينقص و أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ



وَيَفْعُلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ .

৮৫। আমর আন-নাকিদ, আবু বকর ও ইবনু হুমায়দ (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তায়াআলা আমার পূর্বে যখনই কোন জাতির মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন তখনই উম্মাতের মধ্যে তাঁর এমন হাওয়ারী ও সাথী দিয়েছেন, যারা তাঁর পদাংক অনুসরণ করে চলতেন, তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। অনন্তর তাদের পরে এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা মুখে যা বলে বেড়াতে কাজে তা পরিণত করত না, আর সেসব কর্ম সম্পাদন করত যেগুলোর জন্য তারা আদিষ্ট ছিল না। এদের বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন; যারা এদের বিরুদ্ধে মুখের কথা দ্বারা জিহাদ করবে, তারাও মুমিন এবং যারা এদের বিরুদ্ধে অন্তরে (ঘৃণা পোষণদ্বারা) জিহাদ করবে তারাও মুমিন। এর বাইরে সরিষার দানার পরিমাণেও ঈমান নেই।

রাবী আবু রাফি (রহঃ) বলেন, আমি হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) এর কাছে বর্ণনা করলাম, তিনি আমার বিবরণ অস্বীকার করলেন। ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) উপস্থিত হলেন এবং কানাত নামক (মদিনার নিকটবর্তী একটি) স্থানে অবতরণ করলেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) অসুস্থ ইবনু মাসউদকে দেখার উদ্দেশ্যে আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন। আমি তার সাথে গেলাম। যখন আমরা বসে পড়লাম। তখন আমি এই হাদীস সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তদ্রূপ বর্ণনা করলেন যে রূপ আমি ইবনু উমরের কাছে বর্ণনা করেছিলাম। সালিহ ইবনু কায়সার বলেন, এ হাদীসটি আবু রাফি থেকে অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৮৫

### ১৯. দাওয়াত হলো সর্ব উত্তম জিহাদ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَغْنِي ابْنُ هَارُونَ - أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ " . أَوْ " أَمِيرٍ جَائِرٍ " .

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ স্বৈরাচারী বাদশা বা স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায্যসঙ্গত কথা বলা উত্তম জিহাদ। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪৩৪৪

### ২০. সমস্ত জিনিস থেকে উত্তম যার উপর চন্দ্র-সূর্য উদিত ও অস্ত যায়:

হাদীস শরীফে এসেছে-

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

"لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ". وَقَالَ "لَعْدُوَّةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ".

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান, তা থেকে উত্তম যার উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা তা থেকে উত্তম যেখানে সূর্যের উদয়াস্ত হয়। সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৭৯৩

**২১. দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম:**

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".

সাহল ইব্নু সা‘দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার ভিতরের সকল কিছু থেকে উত্তম। সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৭৯৪

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَعْدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".

আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম। সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৭৯২

**২০. সর্ব উত্তম ব্যক্তি সে যে দাওয়াতী কাজ করে:**

[عن درة بنت أبي لهب:] قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَاهُمْ وَأَتَقَاهُمْ لِلَّهِ، وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُم لِلرَّحِمِ

দুররা বিনতে আবু লাহাব থেকে বর্ণিত। নবীজী মিম্বারে ছিলেন। এক ব্যক্তি দাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সব চেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- সব চেয়ে উত্তম ব্যক্তি সে যে ভালো কুরআন তেলাওয়াত করে এবং যে বেশী আল্লাহকে বেশী ভয় করে এবং যে সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে। (মুসনাদে আহমদ)

**২৩. দাওয়াত হলো সদকাহ:**

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ". قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ " فَيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ ". قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ " فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ

"قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ "فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ". أَوْ قَالَ "بِالْمَعْرُوفِ". قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ "فَيُمْسِكُ  
عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ".

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: প্রতিটি মুসলিমেরই সদাকাহ করা দরকার। উপস্থিত লোকজন বললোঃ যদি সে সদাকাহ করার মত কিছু না পায়। তিনি বললেনঃ তাহলে সে নিজের হাতে কাজ করবে। এতে সে নিজেও উপকৃত হবে এবং সদাকাহ করবে। তারা বললোঃ যদি সে সক্ষম না হয় অথবা বলেছেন: যদি সে না করে? তিনি বললেনঃ তা হলে সে যেন বিপন্ন মায়লূমের সাহায্য করে। লোকেরা বললোঃ সে যদি তা না করে? তিনি বললেনঃ তা হলে সে সৎ কাজের আদেশ করবে, অথবা বলেছেন, সাওয়াবের কাজের নির্দেশ করবে। তারা বললোঃ তাও যদি সে না করে? তিনি বললেনঃ তা হলে সে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, এটাই তার জন্য সদাকাহ হবে। [১৪৪৫; মুসলিম ১২/১৬, হাঃ ১০০৮, আহমাদ ১৯৭০৬] আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৮৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৮৪)

উপসংহার:

দাওয়াতের অনেক ফজিলত রয়েছে। উপরে সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হলো। এর সারাংশ হলো দাওয়াত হলো মহা দায়িত্ব। যা আদায় করা নবীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। দাওয়াতী কাজ না করা অনেক ক্ষতির কারণ।

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"ইসলাম ছাড়া কেউ অন্য কোন ধর্ম অনুসরণ করলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" সূরা আল ইমরান ৮৫

এই ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। ইসলাম মানলে জান্নাত না মানলে জাহান্নাম।

